গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪(মতামত-৩).১৮-৫৫০

তারিখঃ ১৪ কার্তিক ১৪২৬ / ৩০ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়ঃ সহকারী জজ আদালত, রংপুর এর দায়েরকৃত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৫২/২০০৫, আপীল মোকদ্দমা নং-১৬/২০০৯, ছানী মোকদ্দমা নং-০২/২০১৪ ও ০৩/২০১৪ মামলার রায়ের আলোকে রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন বায়তুল মোকররম দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মোছাম্মৎ রুনা বেগমকে যোগদানসহ এমপিওভুক্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।

সূত্রঃ DME কর্তৃক এর স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.১৯-৩০৯ তারিখ: ০২.১০.১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত স্মারকমূলে জানানো হয়েছে যে, রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন বায়তুল মোকররম দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মোছাম্মৎ রুনা বেগম ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে গত ১৭.০৯.১৯৯৬ তারিখে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা হয়।

০২। সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মোছাম্মৎ রুনা বেগম দায়িত্ব পালনকালে তাকে এমপিওভুক্তির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বর্ণিত শিক্ষককে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গত ২৭.০২.২০০৫ তারিখের বা:দা:সা: ৪৮/০৫(৫)৯ সংখ্যক পত্রমূলে চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। তবে বিধান অনুযায়ী এ বিষয়ে (শিক্ষক বরখাস্তকরণ) মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আরবিট্রেশন কমিটির অনুমোদন নেয়ার কোন প্রমাণক নেই।

০৩। চাকুরি হতে অব্যাহতি পত্রকে চ্যালেঞ্জ করে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) মোছাম্মৎ রুনা বেগম কর্তৃক সহকারী জজ আদালত, রংপুর দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৫২/২০০৫ দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় ০১.১২.২০০৮ তারিখে নিম্নরুপ রায় প্রদান করা হয়:

"অত্র মোকদ্দমা ১-১০ নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে এবং অন্যান্য বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিক্রী হয়। এতদ্বারা ১নং বিবাদ স্বাক্ষরিত পত্র নং, বা: দা: মা: ৪৮/০৫/(৫)৯, তারিখ ২৭/০২/২০০৫ যাহা দ্বারা বাদিনীকে বায়তুল মোকররম দাখিল মাদ্রাসার সমাজ বিজ্ঞানের সহকারী শিক্ষিকা পদের চাকুরি হইতে অব্যাহতি দান করা হইয়াছে তা ভূয়া, বেআইনী, তঞ্চকী, যোগসাজসী, ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হিসাবে ঘোষণা করা হইল। এতদ্সঙ্গে বাদিনীকে স্ববেতনে যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদিসহ স্বপদে পুনর্বহাল করিবার জন্য ১-১৩ নং বিবাদীগণের প্রতি বাধ্যতামূলক নিষেধজ্ঞার আদেশ প্রদান করা হইল। অত্রাদেশের ৩০ দিনের মধ্যে বাদিনীকে নালিসী মাদ্রাসায় পুনর্বহাল করার জন্য ১-১৩ নং বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।" ।

০৪। উক্ত মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে বণিত প্রতিষ্ঠানের সুপার জনাব মো: সেকেন্দার আলী কর্তৃক বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, রংপুরে একটি আপীল মোকদ্দমা নং-১৬/২০০৯ দায়ের করা হয়। উক্ত আপীল মোকদ্দমায় ২০.০৫.১০ তারিখে নিম্নরুপ রায় প্রদান করা হয়:

"এই আপীল মামলা আপীল্যান্ট পক্ষের বিনা তদ্বিরে বিনা খরচায় খারিজ হয়।"

০৫। বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, রংপুর এর দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৫২/২০০৫ মামলায় ০১.১২.২০০৮ তারিখের রায় এবং বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, রংপুর এর আপীল মোকদ্দমা নং-১৬/২০০৯ মামলায় ২০.০৫.১০ তারিখের রায় সুপার জনাব মো: সেকেন্দার আলী এর বিরুদ্ধে হওয়ায় তৎকর্তৃক পুনরায় যুগ্ম জেলা জেজ আদালত,রংপুরে ছানী মোকদ্দমা নং মিছ ০৩/২০১৪ দায়ের করা হয়। উক্ত মোকদ্দমায় ১৭.০৫.২০১৫ তারিখে নিম্নরুপ রায় প্রদান করা হয়:

"অত্র মিস (ছানী) মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ আদেশের ১৯ নিয়মের ও ১৫১ ধারার বিধান মোতাবেক আনীত দরখাস্তটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতফাসূত্রে প্রতিপক্ষের অনুকূলে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা খরচ ধার্যে মঞ্জুর করা হইল। বিগত ১৫/০৫/১৪ ইং তারিখে প্রদত্ত মিস-০২/১৪ নং ও ২০/০৫/১০ তারিখ প্রদত্ত অন্য আপীল ১৬/০৯ নং মামলার খারিজ আদেশ রদ রহিত করা হইল। আগামী ১৮/০৬/২০১৫ তারিখের মধ্যে খরচের টাকা পরিশোধ করিয়া রশিদ দাখিলের জন্য দরখাস্তকারীপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হইল। খরচের টাকা পরিশোধ হওয়ার পর মূল মোকদ্দমা দুইটি উহার পূর্ব নম্বরে ও ফাইলে পুনরুজ্জীবিত করা হইবে। ধার্য তারিখের মধ্যে খরচের টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে অত্র মোকদ্দমাটি খারিজ বলিয়া গণ্য হইবে।"

০৬। উক্ত মামলার রায়ের আলোকে অন্য আপীল নং-১৬/২০০৯ মোকদ্দমাটি একই নম্বরে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং ২৬.০২.১৯ তারিখে নিম্নরুপ রায় প্রদান করা হয়:

"অত্র আপীল মোকদ্দমা আপীল্যান্ট পক্ষের তদ্বির অভাবে খারিজ করা হইল। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি নিম্ন আদালতে প্রেরণ করা হউক।"।

০৭। যেহেতু সহকারী জজ আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমা নং-৫২/২০০৫, আপীল মোকদ্দমা নং-১৬/২০০৯ এবং ছানী মোকদ্দমা নং-০২/২০১৪ ও ০৩/২০১৪ এর রায়ে সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মোছাম্মৎ রুনা বেগমকে উক্ত মাদরাসার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চাকুরি হতে অব্যাহতি দেয়ার বিষয়টি ভূয়া, বেআইনী, তঞ্চকী, যোগসাজসী, ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং একইসঙ্গে যেহেতু বাদিনীকে স্ববেতনে, যাবতীয় সুবিধাদিসহ স্বপদে পুনর্বহাল করার জন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেহেতু বর্ণিত শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

০৮। ডিজি,ডিএমই কর্তৃক উক্ত পত্রে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল মোকদ্দমায় মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ মোট ১৩ (তের) জনকে বিবাদী করা হয়েছে।

০৯। মহোদয় কর্তৃক আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, সহকারী জজ আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমা নং-৫২/২০০৫, আপীল মোকদ্দমা নং-১৬/২০০৯ এবং ছানী মোকদ্দমা নং-০২/২০১৪ ও ০৩/২০১৪ এর রায়ের আলোকে রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন বায়তুল মোকররম দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মোছাম্মৎ রুনা বেগমকে যোগদানসহ এমপিওভুক্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান প্রয়োজন।

১০। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মূল মামলায় যেহেতু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে ১৩ নং বিবাদী করা হয়েছে সেহেতু প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা বা না করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় (০৯.০৯.১৫ খ্রি: তারিখের শিম/শা:২৪/বিবিধ-২-৮/২০০৮(অংশ)/২৭৪/১(২৭) সংখ্যক পত্রমূলে) কর্তৃক ডিএমই এর জন্য নির্ধারিত কর্মপরিধির ১৫ অনুচ্ছেদ (সকল প্রকার মাদ্রাসার প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান) অনুযায়ী এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ক্ষমতাবান মর্মে প্রতীয়মান হয়।

চলমান-

১১। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কর্ম-পরিধি অনুযায়ী ডিএমই যেহেতু এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ক্ষমতাবান সেহেতু আলোচ্য বিষয়টি মহোদয় কর্তৃক নিষ্পত্তি হওয়া-ই বাঞ্ছনীয়।

১২। এমতাবস্থায়, সহকারী জজ আদালত, রংপুর -এ দায়েরকৃত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৫২/২০০৫, আপীল মোকদ্দমা নং-১৬/২০০৯, ছানী মোকদ্দমা নং-০২/২০১৪ ও ০৩/২০১৪ মামলার রায়ের আলোকে রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন বায়তুল মোকররম দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মোছাম্মৎ রুনা বেগমের যোগদানসহ এমপিওভুক্তির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিম/শা:২৪/বিবিধ-২-৮/২০০৮(অংশ)/২৭৪/১(২৭) সংখ্যক পত্র (তারিখ ০৯.০৯.১৫ খ্রি:) মূলে জারীকৃত মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মপরিধির ১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি আগামী ২১.১১.১৯ তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ করা হলো।

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (এ আদেশটি ওয়েব-সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।